যুগান্তর

তারিখ 19 MAR 2015
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৭

গজারিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষের অভাবে এভাবেই গাছতলায় চলছে শিক্ষার্থীদের পাঠদান, যুগান্তর

তিন বছর ধরে গাছতলায় ক্লাস

জাহিদ রিপন, *ফরিদপুর থেকে*

জেলার নগরকান্দা উপজেলার চরযশোরদী ইউনিয়নের গজারিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মূল ভবনে ফাটল দেখা দেয়ায় শ্রেণীকক্ষের অভাবে অস্থায়ী ছোট একটি টিনের ঘর ও গাছতলায় চলছে শিক্ষার্থীদের পাঠদান। দ্বিতল বিদ্যালয়ের মূল ভবনে ফাটল দেখা দেয়ায় ৩ বছর পেরিয়ে গেলেও আজও কোনো অগ্রগতি হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে তখন থেকেই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের গাছতলায় ক্লাস নেয়া হচ্ছে। ফলে শিক্ষার পরিবেশ দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। তাই স্কুলের ভবন দ্রুত নির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। জানা যায়, ২০০৫-০৬ অর্থবছরে গজারিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পূর্বে নির্মিত একতলা ভবনের ওপর দ্বিতল ভবন নির্মাণ করা হয়। নির্মাণ কাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা ও অপরিকল্পিতভাবে একতলা ভবনের ওপর দোতলা করার ফলে ভবনটির দেয়াল ও ছাদে ব্যাপক ফাটল দেখা দেয়। ফাটল দেখা দেয়ার পর থেকে বিদ্যালয়ের ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। এর পর থেকে শ্রেণীকক্ষের অভাবে অস্থায়ীভাবে তৈরি ছোট একটি টিনের ঘরে এক কক্ষে একাধিক শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের গাদাগাদি করে ক্লাস নেয়ায় চরম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম। অস্থায়ীভাবে তৈরি ছোট একটি টিনের ঘরে গাদাগাদি করে ক্লাস নেয়া কষ্টকর হওয়ায় শিক্ষকরা খোলা আকাশের নিচে ক্লাস নিতে বাধ্য হচ্ছেন। প্রচণ্ড রোদে সীমাহীন কষ্ট সহ্য করে খোলা আকাশের নিচে ক্লাস করতে গিয়ে অনেক শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়ছে। বৃষ্টির দিনে শিক্ষার্থীদের বই-খাতাসহ স্কুলের ড্রেস বৃষ্টির পানিতে ভিজে গিয়ে জ্বরসহ ঠাণ্ডাজনিত নানা রোগে ভুগতে হয়। শিক্ষার্থীদের অনেকে জানায়, গত বছর বৃষ্টির দিনে ক্লাস করতে গিয়ে বই-খাতা বৃষ্টিতে ভিজে নষ্ট হয়ে গেছে।

এছাড়া বৃষ্টিতে স্কুলড্রেস ভিজে গিয়ে ঠাণ্ডা, কাশি, জ্বরসহ নানা রোগে অসুস্থ হয়ে বেশ কিছুদিন ক্লাস করতে পারেনি তারা। চরম এ ভোগান্তির মধ্যেই শিক্ষকদের পাঠদান ও শিক্ষার্থীদের পাঠগ্রহণ কষ্টকর হয়ে উঠেছে। স্কুলে অনুকূল পরিবেশ না থাকলেও সব কষ্ট, সব বাধা উপেক্ষা করে এ বিদ্যালয়ে ৩৩৯ জন ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করছে বলে জানান বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ফারজানা খন্দকার। বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আবুল কাশেম বলেন, বিদ্যালয়ের মূল ভবনে ফাটল দেখার পর আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানালে ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় ওই ভবনে ক্লাস নিতে নিষেধ করলেও আজ পর্যন্ত তেমন কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।